34

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 24 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে -শিক্ষামন্ত্রী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেছেন, দেশের বর্তমান শিক্ষা নীতিকে ঢেলে সাজিয়ে একে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে একটি পথ খুঁজে বের করার জন্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কুদরতে খুদা কমিশনসহ অন্যান্য শিক্ষা কমিশন রিপোর্টসমূহকে গাইড লাইনরূপে বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন, জাতিকে একটি

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

শিক্ষামন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঐক্যবদ্ধ প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসার জন্যে যুগে যুগে বিভিন্ন শাসকরাও শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করেছেন।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান বলেছেন, শিক্ষার হার ও শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ জন্যে সরকারকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। বর্তমান সরকার এ বিষয়ে ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। গতকাল সকালে তেজগাঁও কলেজ মিলনায়তনে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি ও বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ মাহমুদ মোকাররম হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, প্রফেসর শরীফুল ইসলাম, প্রফেসর আ ফ ম খলিলুর রহমান, জনাব নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ওসমান গনি ও জনাব খায়রুল আলম খোকন।

সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশে শিক্ষার মান নিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে— শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া হচ্ছে না। জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া উঠে গেছে। শিক্ষক অনুপস্থিত থেকে ক্যাসেটের মাধ্যমে পাঠদান করে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে মোটা অংকের অর্থ আদায় করে নেয়া হচ্ছে এ নজিরও রয়েছে। শিক্ষকতাকে একটি 'মিশন' আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষকদের সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্ভব। মন্ত্রী প্রাইমারী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রশ্নে বলেন, জেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাইমারী পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে সরকার চিন্তা-ভাবনা করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম সফল হলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় উন্নয়ন ঘটবে এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হবে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার স্বার্থে এবং শিক্ষকদের অধিকার আদায়ের জন্যেই শিক্ষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের মান-মর্যাদা উর্ধ্বে উঠানো একমাত্র শিক্ষকদের মাধ্যমেই সম্ভব।

সম্মেলনে প্রফেসর ডক্টর ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, শিক্ষকদের মর্যাদা কেউ দিয়ে দেবে না— তা শিক্ষকদেরকেই আদায় করতে হবে এবং এর জন্যে শিক্ষকদেরকে শিক্ষাদানে আন্তরিক হতে হবে। তিনি বলেন, বিগত ৯ বছরের স্বৈরশাসনের আমলে শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই বহু শিক্ষককে পদোন্নতি দিয়েছেন এবং শীঘ্রই ২ হাজার শিক্ষক নিয়োগদান করা হবে।

অধ্যাপক ডঃ এনামুল হক বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা আজ বহু ধারায় বিভক্ত। প্রাথমিক শিক্ষায় এ ধারা অব্যাহত থাকলে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি বিঘ্নিত হবে। তিনি বলেন, ভাল শিক্ষক তৈরী ও ভাল শিক্ষার জন্যে শিক্ষকদেরকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে হবে।

সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ মোকাররম হোসেন বলেন, দেশের একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষকদের বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। তিনি সরকারের দৃষ্টি শতকরা ৮০ ভাগ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিবদ্ধ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধ হলে সরকার তাদের দাবী উপেক্ষা করতে পারবে না। তবে দাবী আদায়ের বিষয়টি আলাপ-আলোচনার পর্যায়ে রাখতে হবে।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত টাকা সঠিকভাবে খরচ করলে তা দিয়েই শিক্ষা ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যা দূর করা সম্ভব।